ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০২৭
আগরতলা,২২ ডিসেম্বর,২০১৯

মহিলাদের সুরক্ষা ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

মহিলাদের স্বশক্তিকরণের কথা শুধু মুখে বললেই হবে না। বাস্তবে কাজ করে দেখাতে হয়। আর মহিলাদের স্বশক্তিকরণের কাজটি দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী ২০১৪ সাল থেকেই করে আসছেন। আজ সুকান্ত একাডেমিতে ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে সর্বভারতীয় অংকন প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার কৃতি শিল্পীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলি বলেন। ভারতীয় শিশু কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সর্বভারতীয় অংকন প্রতিযোগিতায় ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যের সফল ৩০ জন কৃতি শিল্পীকে সম্বর্ধনা প্রদানের আয়োজন করে ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদ। কৃতি শিল্পীদের হাতে মেডেল এবং শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষা ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। আমাদের দেশ হল মাতৃতান্ত্রিক দেশ। মায়েদের সম্মান করা এই দেশের একটা পরম্পরা। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, জনধন যোজনা ইত্যাদি প্রকল্প চালু করেছেন তাতে মহিলাদেরই বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের স্বশক্তিকরণের জন্য কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে স্বশক্তিকরণ করাই সরকারের অন্যতম দিশা থাকা উচিত। পূর্বে মহিলারা আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে তাদেরকে সমাজে দয়ার পাত্র হিসেবে দেখা হত। সে কারণেই মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রীজী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেছে। রাজ্যে বর্তমানে কাজের পরিবেশ তৈরী হওয়ার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। পুলিশ প্রশাসন সঠিক দিশায় কাজ করার ফলে রাজ্যে অপরাধীদের সাজার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাতেও সাফল্য এসেছে। মহিলাদের গলার হার ছিনতাইবাজ, বাইক চোরদের দ্রুত সাজা প্রদানের লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয় সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে যে সকল মাপকাঠি রয়েছে সেগুলি নিয়েই সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের লালন পালন করে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজটি অত্যন্ত সংবেদনশীল কাজ। আর এই মহৎ কাজটিই ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদ ১৯৬৫ সাল থেকে করে আসছে। যাদের মধ্যে সেবা পরায়ণতার মানসিকতা রয়েছে তারাই এই মহৎ কাজটি করতে পারে। ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

****২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদের সম্পাদিকা অর্চনা চৌধুরী বলেন, ১৯৬৫ সালে সমাজের কয়েকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদ স্থাপিত হয়। অর্থের অভাবে যে সকল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা চালাতে পারেনা পরিষদ তাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এই বছরও পরিষদ আর এন ট্রাস্টের মাধ্যমে ৫ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদ আগরতলা, নতুননগর এবং উদয়পুরে ৩টি শিশু গৃহ পরিচালনা করছে। এছাড়াও সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে থাকে এই পরিষদ। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদের পেট্রন অঞ্জলী সরকার এবং সভাপতি প্রদ্যোৎ কুমার ধর।

****